হাসির হলেও সত্যি

—কলির বৌ—

যুগের ধারা

ঠাকুরপো ও বৌদির ছড়া
হাসি রঙ্গে রসে ভরা।

কবি – বেনুপদ দে, (বাউল গায়ক)
গ্রাম বীড়াডাঙ্গা, পো: দাশনগর, জেলা হাওড়া।

মূল্য দশ পয়সা

—: কবিতা আরম্ভ :—

শুনুন বন্ধুগণে একমনে শুনুন দিয়া মন,
আধুনিক ষ্টাইলের কথা করে যাই বর্ণন
ঐ যে কলিকাতা ২ নয়কো যাতা সহর অঞ্চল,
সেইখানেতে হচ্ছে ভাইরে আজব গ্যাড়াকল।
কত ষ্টাইলের ছেলে ২ যাচ্ছে চলে সিনেমার হলে,
বই হাতে নিয়ে বাবু প্রেমিকা নয়ে চলে।
বাবুর কোট-স্যুট ২ পায়ে বুট হাতে ঘড়ি আটা,
কলেজে পড়ে অষ্টরম্ভা শুধু মেয়ে চাটা।
বাপ মা কষ্ট করে ২ দিল ভাইরে মানুষ করিয়া,
সেই ছেলে ভুলে যায় জীবনের সঙ্গিনী পাইয়া।
সঙ্গিনী দেখতে ভাল ২ চাঁদের আলো রূপলাবণ্য ভরা
নামটি তার সবিতা রায় এক সাথে পড়ে তারা।
ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে ২ রাস্তা দিয়ে হেলে দুলে যায়,
কাপড়ের কুচিটি ধরে এদিক ওদিক চায়।
কপালে পরে টিপ ২ চুলে ক্লিপ আরো লাইলন ফিতা,
হাতে পরতো কাচের চুড়ি পায়ে রাঙ্গা আলতা।
ঠোঁটে লিপষ্টিক ২ যেন ঠিক কাঁচ কাটা হীরে,
চুলগুলি খোপা বাধতো দিয়ে কালো বিড়ে।
ঘুরাত হাতে চাবি ২ দেখত ছবি সিনেমাতে গিয়ে,
হাই হিলের জুতা পরে চলতো রাস্তা দিয়ে।
তার কেহ নাই ২ জানতে পাই থাকত মামীর বাড়ী,
ভবানীপুর থেকে সবিতা করত লেখাপড়ি।

তার রূপ দেখিয়া ২ যায় ভুলিয়া অজয় চক্রবর্তি
যেমন কৃষ্ণ পাগল হয়েছিল দেখিয়া শ্রীমতী
অজয়ের বাপ মা দুইজনা আর একটি ভাই,
ছোট ভাইয়ের নাম বিজয়কুমার সবাইকে জানাই।
বাড়ী বারুইপুরেতে ২ জানি তাতে পিতা তাহার ছিল,
তিন দিনকার জ্বর হয়ে হঠাৎ মারা গেল।
অজয় প্রেম করে প্রাণ ভরে বালিগঞ্জের লেকে,
মা ভাই তারা বাড়ী বসে কাঁদে মনের শোকে।
তাদের ভালবাসা ২ যাওয়া আসা উভয়ের চলে
বলে কত প্রেমের কথা বসিয়া নিরালে।
যেমন কৃষ্ণ রাধা ২ প্রেম করেছিল বৃন্দাবনে,
ইহারা কিন্তু প্রেম করে বসিয়া বাঁশবনে।
এ বনে নাই জটিলা ২ নাই কুটিলা নাই কোন ঝামেলা
মনের সুখে প্রেম করে যায় জুড়ায় মনের জ্বালা।
একদিন কালীঘাটে ২ দুইজনেতে করল মনের বিয়ে,
পাঁচ টাকাতে বিয়ে হল মালা বদল দিয়ে।
এল বাড়ীতে ২ দুইজনেতে মায়ে দেখে বলে।
লেখাপড়া শিখে কি তুই গেলি রসাতলে,
অজয় মায়ের পায়ে ২ বিনয় করে বলে বার বার,
বৌকে তুমি কিছু বলনা মিনতি আমার।
সে যে পরের মেয়ে ২ করেছি বিয়ে এর কোন দোষ নাই
নিজের ইচ্ছায় করলাম বিয়ে তোমাকে জানাই।

অজয়ের গান বাউল সুর

বলি মাগো মা বউকে কিছু মন্দ বল না
তাকে তুমি মন্দ বললে আমার প্রাণে সইবে না,
বৌ যে হয় পরের মেয়ে তাকে আমি করছি বিয়ে,
সে যদি থাকে না খেয়ে তোমায় খেতে দিব না।
রান্না করতে দিওনা তারে তুমি যেও রান্নাঘরে,
নইলে আগুনের তাপে যাবে মরে আরত ফিরে পাবনা
বৌকে ভাঙতে দিওনা কয়লা গায়ে পড়বে ধুলো ময়লা
তাকে যদি দাও মা জ্বালা তোমায় দেব যাতনা।
কুয়ার জল তুলে এনে স্নান করাই ও ঘরের কোণে,
পুকুরেতে যায় না যেন ডুবলে প্রাণে বাঁচবে না।
বউ যদি মোর ঘুমিয়ে পরে তাকে দিও বাতাস করে,
গা টিপে দিও তারে নইলে তোমায় দিব যাতনা।
বউ যে আমার রুচি খুকী তারে আমি সুখে রাখি,
দেখলে তারে জুড়ায় আখি তুমি তারে কষ্ট দিওনা।
এ সব কলির লীলা না যায় বলা কি বলিব ভাই,
এই কলিতে স্ত্রী পূজ্য দেখতে আমি পাই।
তাইত গিন্নী বলে যাওনা চলে ভয় করিনা আমি,
মেয়ে রাজার দেশ হয়েছে মানিনা কভু স্বামী।
আমরা স্বাধীন মত অবিরত ঘুরিয়া বেড়াব,
শ্বাশুড়ীদের গঞ্জনা আর কভু না সহিব।
আমরা ঘোমটা ফেলে যাব চলে ঐ সিনেমার হলে,
ধাক্কা মেরে চলে যাব আই আম সরি বলে।
এতে বাধা দিলে চলে যাব ডাইভোর্স করিয়ে,
ইচ্ছামত ঘর করিব তোমাকে ছাড়িয়া।

এদিকে ঠাকুরপোকে ২ বলে ডেকে হাসিয়া হাসিয়া,
একটি কথা বলি ঠাকুরপো শোন মন দিয়া।
কোন কাজের কথা পেওনা ব্যথা সকালে উঠিয়া,
লাইন দিয়া জল আনিবে বালতিটি ভরিয়া
স্নান তোলার পরে ২ চা করে দেবে তুমি ভাই,
দশটার মধ্যে ভাত তরকারী রেডী করা চাই।
বেলা ১টা হলে যাব চলে সিনেমার ঐ হলে,
টিকেট একটা করে আনবে মৃদু হেসে বলে।
তারপর সন্ধ্যাকালে ২ আসবে চলে করবে রান্নার কাজ
চারজনে বসিয়া খাব মজা হবে খুব আজ।
খাওয়া হলে ২ যাব চলে শোবার ঐ ঘরে,
বিছানাটি করে রাখবে পরিস্কার করে।
তারপর শুইব যখন তুমি তখন পাশেতে থাকিয়া,
ভাল করে মাথাটিকে দেবে তুমি টিপিয়া।
তাহা না হইলে ২ দাদা এলে আমি বলে দেব,
মিথ্যা কথা বলে আমি তোমাকে মার খাওয়াবো
আমি এই পর্য্যন্ত ২ দিলাম ক্ষান্ত ভুল করনা ভাই,
আমার কথা না মানিলে রক্ষা তোমার নাই।
নইলে ঝাটা দিয়ে ২ দেব তাড়িয়ে আমার বাড়ী হতে,
ঘরের সমস্ত কাজ যেন পাই দেখিতে।
যাও ঘরে চলে ২ কাল সকালে সব কাজ করিবে,
আজকে তোমার ছুটি দিলাম সব মনে রাখিবে।

বিজয় ঠাকুরপোর দুঃখের গান—আধুনিক

আজ আমি বেকার বলে বৌদি ঝাটা তুলে,
গালাগালি দেয় উপেট ভরিয়া।
বাজার করে সকালে তারপর জল তুলে—
তোমর গিয়াছে মোর ভাঙ্গিয়া।
মধুর সুরে ডেকে বলে ও ঠাকুরপো ওঠনা,
বেলা দশটা বেজে গেল উনানটা ধরাও না।
উনান ধরিয়ে দিয়ে মাছগুলি কোটো গিয়ে
আলু পটল দাওরে ভাই কাটিয়া
একটার সময় ডেকে বলে ও ঠাকুরপো শোন না
টিকিট একটা কেটে আন যাব আমি সিনেমা
তোমার দাদা এলে চা-টা দিও তৈরী করে
আর আমার চা-টা রেখে দিও ঢাকিয়া।

বিজয় অতি দুঃখে বলে শুনে রাখুন ভাই সকলে,
বেকার হলে বড় জ্বালা ঘরে বৌদি থাকিলে।
সন্ধ্যার সময় হেসে বলে ও ঠাকুরপো এসো চলে,
কাছে বসে মাথাটা দাও টিপিয়া।
শুনুন সকলে ২ ঠাকুরপো বলে বেকারের কি জ্বালা,
বৌদিকে করিল দাদা গলায় মনিমালা
যত কাজকর্ম্ম ২ জন্ম জন্ম আমার করতে হবে—
প্রতিবাদ করতে গেলে দাদা অকারণ মারিবে।

দাদা ভুলে গেছে ২ আপন হয়েছে বৌদি যে এখন,
আমি যে তার ছোট ভাই মনে নাই কখন।
পেয়ে বৌদিকে ২ বাপ মাকে ভুলে গেছে ভাই,
আমাকে চাকর করে চাকর রাখে নাই।
বৌদি ৪ ছেলের মা ষ্টাইল কমেনা রোজ দেখে সিনেমা
সিনেমা না দেখলে তাহার চোখে ঘুম আসে না।
চলে ষ্টাইল করি ২ লজ্জার মরি ঘোমটা নাহি দেয়,
বুড়ি হতে চলল বৌদি ঠোটে লিপষ্টিক লাগায়।
চলে ভিড় কাটিয়া ২ ধাক্কা দিয়া পর পুরুষের গায়,
আই অ্যাম সরি বলে বৌদি মুচকি হেসে যায়।
যায় সিনেমা দেখতে ২ অনেক রাতে আসে ফিরিয়া,
মা একদিন রাগ হইয়া দাদাকে দেয় বলিয়া।
মায়ের কথা শুনে ২ মন আগুনে বৌদিকে দাদা বলে,
এমন করে ঘুরনা তুমি মোদের সম্মান যাচ্ছে চলে।
রেগে বৌদি বলে ২ যাব বাধা না মানিব,
তোমায় আমি ডাইভোর্স করে অন্যের ঘর করিব।
রব না তোমার ঘরে ২ চাকুরি করে নিজে খেতে জানি,
তোমার মত স্বামী কভু আমি নাহি মানি।
একদিন রাগ হইয়া ২ যায় চলিয়া সবিতারাণী রায়,
কোর্টে গিয়ে ডাইভোর্স করে চাকরি করে খায়।
আমি এই পর্য্যন্ত ২ প্রেম বৃত্তান্ত ক্ষান্ত করে যাই,
দশ পয়সার বিনিময়ে নিয়ে যাবেন ভাই।

পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে,
পয়সা ছাড়া মান্যগণ্য কেউ করে না জগতে।
টাকা পয়সা থাকলে গিন্নি কত আদর করে,
আবার একটু অভাব হলে ঝাটা তোলে মুখেতে।
স্বাধীন যুগের বধু যারা টাকা পয়সা গহনা ছাড়া,
স্বামীর মন চায় না তারা ফুলে থাকে রাগেতে।
ও যার ধনবান পতি ও তার কি স্বামী ভক্তি
খোকার বাবা গেল কোথায় বেলা হলো অতি।
ওসে যে জল খায় নাই পড়বে যে পিত্তি,
ও তাকে ডেকে দাওনা বাড়ীতে,
পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে।

॥ বাউল গান ॥

দাদা পায়ে পরিরে মেলা থেকে বৌ এনেদে
না হয় কলসি দড়িদে পুকুরেতে ডুবে মরিরে
তুই দাদা বিয়ে করে সুখে করিস ঘর
আমি দাদা বৌ চাইলে গালে মারিস চর
তুই দাদা বৌ নিয়ে করিস কত খেলা
চাসনা দাদা বৌ নিয়ে আমি করি খেলা
সব বৌ কিনে নিল মেলা ভেঙ্গে গেল
পয়সা গেল রাশি
বিয়ের জন্য কেন দাদা বায়না ধরিরে
দাদা পায়ে পরিরে মেলা থেকে বৌ এনেদে
না হয় কলসি দড়িদে পুকুরেতে ডুবে মরিরে
দাদা মিনতী তোর কাছে মেলা থেকে বৌ এনেদে।